বাংলার বাণী

তারিখ ... 11 JUL 1993 ...

পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর

'জরিপ ১৯৯৩' প্রকল্প বাস্তবায়নে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ

।।হালিম আজাদ ।।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন "বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর" একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির এবং প্রকল্পের টাকা আত্মসাতের খবর পাওয়া গেছে। "জরিপ ১৯৯৩" নামে এ প্রকল্পের জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৯৩ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছিল। জরিপের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। টাকাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে মন্ত্রণালয় এ জরিপ কার্য চালানোর জন্যে টাকা বরাদ্দ করেছিল সে কাংক্ষিত ফলাফল পাওয়া যায়নি বলে জানা গেছে। জরিপ চালাতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট জরিপ কর্মীরা ব্যাপক হারে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ, ভুল তথ্য সংগ্রহ, কাজের পারিশ্রমিক হিসেবে অতিরিক্ত বাজেট দেখিয়ে টাকা আত্মসাৎ করছেন বলে জানা গেছে। ব্যুরোর অসংখ্য কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা জরিপ প্রকল্পের অর্থ ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছেন এবং কোন রকমে গোজামিল হিসের

৭-এর পৃঃ ৮-এর কলামে

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

দেখানোর জন্য কাগজপত্র তৈরি করছেন বলে জানা গেছে। ফলশ্রুতিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় যে উদ্দেশ্যে এ জরিপ কার্য চালানোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তা বাস্তবায়নে ব্যাপক জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় চলতি বছরের মার্চ মাসের শেষ দিকে বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোকে দেশের সকল সরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (মাদ্রাসাসহ) ওপর একটি জরিপ কার্য চালানোর নির্দেশ দেয়। এপ্রিলের প্রথম দিক থেকে জরিপ কার্য শুরু করা হয়। এ কাজ সম্পাদনের জন্যে ব্যুরোর পক্ষ থেকে ২০০ শিক্ষক ও প্রায় ৮শ' ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে নিয়োগ করা হয়। এ কাজ শেষ করার জন্যে ৯৩ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, জরিপ কর্মীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না গিয়েই তথ্য সংগ্রহ করেছেন এবং এ কাজের জন্য বিল প্রদান করে টাকা উঠিয়ে নিয়েছেন। আবার অনেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়েও যে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সে সব তথ্য এসেছে পক্ষপাতিত্বমূলক। আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে স্বজনপ্রীতির এবং অনেক ক্ষেত্রে তথ্যে রয়েছে অসংখ্য ভুল।

জানা গেছে, এসব ভুল তথ্যকে এবং পক্ষপাতিত্বমূলক জরিপ রিপোর্টকে অবলম্বন করেই ব্যুরোর কর্মকর্তারা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরির চিন্তা ভাবনা করছেন।

সূত্রটি জানায়, জরিপ কার্য পরিচালনার জন্য ১ জন ছাত্রের জন্য একবেলার খাবারের টাকা ধার্য করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তিনবেলা খাবারের খরচ দেখিয়ে প্রচুর টাকা আত্মসাৎ করেছেন। অন্যদিকে জরিপ কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে খাতা ক্রয়ের জন্যে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার অধিক মূল্য দেখিয়েও টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। বাজার মূল্য হিসেবে ১টি খাতার দাম ধরা হয়েছে ৮ টাকা। আর ব্যুরোর খাতাপত্রের হিসেবে ১টি খাতার দাম দেখানো হয়েছে ২৮ টাকা। এ রকম হিসেব দেখানো হয় হাজার হাজার খাতা ক্রয়ে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশাল প্রকল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসত্যের আশ্রয়, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অর্থ আত্মসাতের ঘটনাগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যুরো হতে শুরু করে সারাদেশের সংশ্লিষ্ট অফিসসমূহে ব্যাপকভাবে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, দেশের শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠানগুলোতে জরিপ চালাতে গিয়ে এ ধরনের অপ্রত্যাশিত কার্যক্রমের আশ্রয় গ্রহণ খুবই দুঃখজনক।